47

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 FEB 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৮ ...

প্রসঙ্গঃ কলেজ পালানো শিক্ষক

গত ৩০/১১/৯৮ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন হইতে জানিতে পারিলাম যে, 'কলেজ পালানো' শিক্ষকদের তালিকা তৈরী করা হইবে এবং কলেজসমূহে ক্লাস চলিবে ৯-৫টা। দেশের কলেজ শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং কলেজ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ইহা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। বর্তমানে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই যে নানা ধরনের নৈরাজ্য বিরাজ করিতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে ইহার জন্য শিক্ষকগণকে একতরফাভাবে দায়ী করিয়া দোষী সাব্যস্ত করাটা আমার কাছে অযৌক্তিক মনে হইতেছে। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলিতে পারি এ অবস্থার জন্য শিক্ষকগণ অংশত দায়ী হইলেও ছাত্র-ছাত্রীরাও কম দায়ী নয়। বরং আমার বিবেচনায় দায়ভাগ ছাত্র-ছাত্রীদেরই বেশী। কারণ, আমার কলেজ জীবনে দেখিয়াছি দুপুর দুইটার ক্লাসে আমার মত বড়জোর ২/৩জন ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত থাকিত। তাহাও মাত্র অল্প কিছুদিন। এইভাবে দিনের পর দিন ছাত্রবিহীন ক্লাসে শিক্ষকগণ যাইতে উৎসাহ হারাইয়া ফেলেন। তাহা ছাড়া একটা ক্লাসে ন্যূনতম ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত না থাকিলে ক্লাস লেকচার দিয়া শিক্ষকগণ তৃপ্ত হন না। তাই আগে প্রয়োজন সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করা। তাই এই প্রসঙ্গে যাহা করা প্রয়োজন তাহা হইল কলেজ পালানো শিক্ষকদের জন্য যদি শাস্তির বিধান করা যায় তাহা হইলে কলেজ পালানো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও কিছু একটা ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হইবে।

ফারহানা,
দর্শন বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।